"রদ্দে খৃষ্টান সিরিজ নম্বর দ্বিতীয়"।

ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য।

(হজরত মওলানা শাহ্-সুফি হাজী মোহাম্মদ আবু বকর পীর সাহেব কেবলার আদেশে প্রচারিত)

জেলা নদীয়া—পোঃ গাঁড়াডোব নিবাসী
ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচারক
শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাব্যনিধি
কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩২ সাল; শ্রাবণ।

14.
13.5.35

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

"রদ্দে খৃষ্টান সিরিজ নম্বর দ্বিতীয়"।

ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

ও

পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য।

(হজরত মওলানা শাহ্-সুফি হাজী মোহাম্মদ
আবু বকর পীর সাহেব কেবলার
আদেশে প্রচারিত)

জেলা নদীয়া—পোঃ গাঁড়াডোব নিবাসী
ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচারক

শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাব্যনিধি
কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩২ সাল; শ্রাবণ।

14.
13.5.35

মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

Seal-Press.
Printed by N. K. Seal,
333 Upper Chitpvre Road.
Calcutta,

উৎসর্গ।

—*—

স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও দাতাগ্রগণ্য মুনশী মোহাম্মদ আব্বাছ আলি সাহেব—

আপনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সমাজের অবনতি দর্শনে ব্যথিত হইয়া থাকেন; তাই উহার উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। এই জন্য আপনাকে আমি বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকি। আমার "ইঞ্জিলে মোহাম্মদ" নামক নব প্রকাশিত কেতাবখানি আপনাকে উপহার দিলাম। আশা করি গ্রহণ করিবেন। ইতি—

পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া।
১০ই শ্রাবণ, সন ১৩৩২।

শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ
ইস্‌লাম প্রচারক।

বিজ্ঞাপন।

ইঞ্জিল কেতাবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন-বিষয়ক ভূরি ভূরি পেষর্থবরী আছে, তথাপি পাদ্রী সাহেবেরা তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ধন্য পাদ্রী রাউস সাহেব! তিনি স্বীয় তফ্‌সিরে (সটীক নূতন নিয়মে) তাঁহার আগমন-বিষয়ক পেষথবরী বিস্তৃত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই তফ্‌সিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর বোধ হয় ছাপা হইবে না। আমি "খৃষ্টীয়-বান্ধবে" বিজ্ঞাপন দিয়া পাঁচ টাকার পুস্তকখানি ২০৲ টাকা মূল্য দিয়া একখানি মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। তাহারই মধ্য হইতে হজরত মোহাম্মদ (দং) সংক্রান্ত পেষথবরী লিখিয়া, জনসমাজে প্রচার করিলাম। ইহার দ্বারা যদি একটী খৃষ্টানেরও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। সটীক প্রকাশিত কেতাবখানি, ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে পাদ্রী জে, ডবলিউ টমাস সাহেব-কর্ত্তৃক বাপ্তিষ্ট-মিসন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোঃ—পাঁড়াডোব—নদীয়া।
১০ই শ্রাবণ, সন ১৩৩২। } গ্রন্থকার

ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

ও

পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য।

"প্রকাশিত বাক্য"

নবম অধ্যায়।

"অনন্তর ৫ম দূত তুরি বাজাইলে আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত এক তারাকে দেখিলাম; তাহাকে অগাধ লোকের কূপের চাবি দত্ত হইল।"

১। "তারা" মহোল্লোকের নিদর্শন। * * * অনেকে বিবেচনা করেন, সেই তারা মোহাম্মদ। মোহাম্মদ মক্কা নগরস্থ অতি প্রধান বংশ হইতে উদ্ভূত, এবং তাঁহার শিক্ষা প্রথমে অনেকাংশে সত্য ছিল। * * * ফলতঃ খৃষ্টীয়-মণ্ডলী যদি ভ্রষ্ট না হইত, বোধ হয় মোহাম্মদ তাহার আশ্রয় লইয়া আপন ধর্ম্ম সংগঠন করিতে পারিত না, আর যদিও করিত, তথাপি তাহা খৃষ্টানদের দেশে ব্যপ্ত হইত না। সুতরাং যে কূপ হইতে মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, ভ্রষ্টতাগত খৃষ্টীয় শিক্ষাই যেন সেই কূপ খুলিয়া দিয়াছিল। * * * এইরূপে মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের জন্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

"তাহাতে সে অগাধ লোকের কূপ খুলিলে ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটীর ধুমের ন্যায় ধুম উঠিল; কূপ হইতে উদ্যত সেই ধূমে সূর্য্যও আকাশ তিমিরাবৃত হইল। পরে ঐ ধুম হইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া

পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল।”

৩। “পঙ্গপাল”। পঙ্গপাল আসিয়া কোন কোন দেশে বিশেষ প্রবলরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আরবদেশকে তাহাদের প্রকৃত বাসস্থান বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, এই উপমায় মোহাম্মদীয়েরা বর্ণিত হইতেছে। এই পদে নির্দ্দিষ্ট শত্রুরা পঙ্গপাল বলিয়া অসংখ্যক ও ধ্বংশকারী এবং বৃশ্চিকের ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া যন্ত্রণাদায়ীরূপে বর্ণিত হইতেছে।

“এবং তাহাদিগকে কহা গেল, পৃথিবীস্থ তৃণের ও হরিদ্বর্ণ শাকের কি বৃক্ষাদির হিংসা না করিয়া, যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, সেই কেবল মনুষ্যদের হিংসা কর।”

৪। পঙ্গপালেরা স্বভাবতঃ “তৃণ” ও “হরিদ্বর্ণ শাক” খাইয়া ফেলে, কিন্তু এই পঙ্গপালেরা সে প্রকার কিছুই খায় না। মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী আবুবকর সুরিয়াদেশ আক্রমণকারী সৈন্য সামন্তকে এই আদেশ দিয়াছিলেন, “তোমরা স্ত্রীলোক বা শিশুদিগকে মারিয়া ফেলিও না; খর্জ্জুর বৃক্ষ কাটিও না গোধুমক্ষেত্র দগ্ধ করিও না; ফলদায়ী বৃক্ষ নষ্ট করিও না।” বর্ত্তমানবাদিদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, এই প্রকার ব্যবহার উক্ত ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল। অন্যেরা বলেন যে, রূপকার্থ পঙ্গপালের সহিত আক্ষরিকার্থক তৃণ ও শাকের কথা আসিতে পারে না। তথাপি শাস্ত্রের কোন স্থলে এই প্রকার রূপক ও আক্ষরিক উভয় অর্থসূচক মিশ্রিত বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

"যাহাদের ললাটে" ইত্যাদি। কেহ কেহ ইহার এই অর্থ করেন;—"তাহাদিগকে কহা গেল," অর্থাৎ সেই পঙ্গপালের রাজা কর্ত্তৃক কহা গেল যেন তাহারা ঈশ্বরের লোকদের হিংসা না করেন; সুতরাং এইস্থলে মুদ্রাঙ্কিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তেরা নয় কিন্তু পঙ্গপালেরা যাহাদিগকে ঈশ্বরভক্ত জ্ঞান করিত তাহারাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আর বাস্তবিক মোহাম্মদীরা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঈশ্বরভক্ত জ্ঞান করিত এই জন্য কুত্রাপি তাহাদের কোন হিংসা করিত না। কিন্তু বোধ হয় এই স্থলে ৭; ১-৮ পদের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে। যদি এই দর্শনে মোসলমানরা লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পদের অর্থ নির্ণয় করা সুকঠিন, কেন না বোধ হয়, তাহাদের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তেরা অনেক ক্লেশভোগ করিয়াছিল; কিন্তু কেহ কেহ এই পদ লইয়া অনুমান করেন যে, বাস্তবিক ঈশ্বর আপন বিশ্বস্ত সেবকগণকে তাহদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন। হইতে পারে ইহার মর্ম্ম এই, মোহম্মদীরা তাহাদের কোন পারমার্থিক হিংসা করিতে অর্থাৎ ধর্ম্মনিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না; বস্তুতঃ অন্যেরা মোহাম্মদীদের দ্বারা মুগ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের "মুদ্রাঙ্কিত" লোকেরা মুগ্ধ হইবে না। মোহাম্মদীরা প্রতিমা পূজক ভ্রষ্ট খৃষ্টানদিগকে বিশেষরূপে ঘৃণা করে।

"সেই মনুষ্যদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়,-কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনাতুল্য যাতনা হয়।"

৫। বর্ত্তমান বাদীরা ইহার দুই অর্থ করে। (১) দেব

পূজক ও রোমিয়েরা এবং রোমান কাথলিকেরা ঈশ্বরের সেবকদিগের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাহাদের বিশ্বাস হেতুই বধ করিয়াছিল; কিন্তু মোহাম্মদীরা খৃষ্টানদিগকে ধর্ম্মের জন্য বধ করে না। সত্য বটে, কোন মোসলমান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়; কিন্তু অন্য সকল খৃষ্টান মোসলমানদের অধীনে থাকিয়া উপদ্রুত হইলেও জীবিত থাকিতে পারে, মোহাম্মদীরা তাহাদিগকে 'যাতনা' দিতে পারে বটে, কিন্তু 'বধ' করে না। (২) খ্রীষ্টিয়মণ্ডলি হইলেও মোসলমানেরা তাহার উপর উপদ্রব করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু নষ্ট করিতে পারে নাই।

"পাঁচ মাস" ভবিষ্যৎ বাদীরা বলেন যে, পঞ্চম তুরি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঠিক পাঁচ মাস ব্যাপক হইবে। অন্যেরা বলেন যে পঙ্গপালেরা সামান্য ত পাঁচ মাসপর্য্যন্ত তৃণ শস্যাদি বিনাসকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে,সেই জন্যই এইস্থলে পাঁচ মাসের উল্লেখ হইতেছে। অন্যেরা বলেন যে, ইহাতে—"অল্প অথচ নিরূপিত সময়" নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান বাদিরা বলেন যে, দিন দ্বারা বৎসর বুঝায়, সুতরাং "পাঁচ মাস" একশত পঞ্চাশ বৎসর বোধক। মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে একশত বৎসর মধ্যে মোহাম্মদীয় রাজ্য সর্ষপ বীজরূপ ক্ষুদ্র মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া এক মহৎ ও বিস্তীর্ণ রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আরবীয়দের রাজ্য পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের সীমাবধি পশ্চিমদিকে ইসপানীয়া দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হইয়াছিল যেন সমুদয় ইউরোপও তাহাদের অধীন হইয়া পড়িবে কিন্তু ঈশ্বর আপন দয়াতে সেই বিজয় স্রোতের বেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, ন্যূনাধিক একশত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে পর্ব্বকার

মত আশঙ্কা আর রহিল না। আরবীয়েরা আর যুদ্ধে তৎপর না হইয়া সর্ব্ববিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

"তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোনমতে তাহার উদ্দেশ পাইবে না; তাহারা মরি, বার আকাঙ্ক্ষা করিবে, কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে। ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জিভূত অশ্বযানের ন্যায় ও তাহাদের মস্তকের মুকুট স্বুবর্ণের ন্যায় ও তাঁহাদের মুখ মনুষ্য-মুখের ন্যায় ও তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায় ও তাহাদের দণ্ড সিংহ-দণ্ডের ন্যয়; ও তাহাদের বুকপাটা লৌহ-বুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের পক্ষের শব্দ রণে ধাবমান অশ্বযুক্ত বহুরথের শব্দতুল্য; ও বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের লাঙ্গুল ও হুল আছে; এবং পাঁচমাস মনুষ্যদিগকে হিংসা করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ লাঙ্গুলে রহিয়াছে।"

৭। পঙ্গপালের আকৃতি কোন কোন বিষয়ে অশ্বের সদৃশ, অনেকেই জানেন। বোধ হয় এই স্থলের মর্ম্ম এই, উক্ত পঙ্গপাল দ্বারা "যুদ্ধার্থে সজ্জিভূত অশ্বগণের" ন্যায় বলবান ও দ্রুতগামী বিশেষযোদ্ধৃগণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আরবীয়দের অশ্ব জগৎবিখ্যাত তাহাদের অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ সর্ব্বত্র ভয়ানক বীরত্ব প্রকাশ করিত। "তাহাদের মস্তকের মুকুট সুবর্ণের ন্যায়," অনেকেই অনুমান করেন যে, ইহাতে মোহম্মদীয় স্বর্ণভূষিত বা পীতবর্ণ উষ্ণীষ লক্ষিত হইতেছে, "তাহাদের মুখ মনুষ্য মুখের ন্যায় ও তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়" বর্ত্তমান বাদিরা বলেন যে, ইহা দ্বারা মোহাম্মদের শ্মশ্রু ও দীর্ঘ কেশ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অধিকন্তু

মোহাম্মদীরা যুদ্ধকালে "বুকপাটা" পরিধান করিত। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চম তুরি ঘটিত ব্যাপারের অনেক অংশ মোহাম্মদী রাজ্যে সফল হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন বিষয়ে তাহার সফলতা স্পষ্ট বোধগম্য হয় নাই। হইতে পারে এই ভবিষ্যৎবাণী ইহার পরে আরও পরিস্ফুটরূপে নিঃসন্দেহে সফল হইবে। ঐ পঙ্গপালের রাজা অগাধ লোকের কূপের দূত তাহার নাম ইব্রীয় ভাষাতে আবদ্দুন ও গ্রীকভাষাতে অপল্লুয়ন(বিনাশক)এই প্রথম সন্তাপ গত হইল,দেখ ইহার পশ্চাত আর দুই সন্তাপ আসিতেছে

"(ষষ্ঠ তুরির ধ্বনির বৃত্তান্ত)

পরে ষষ্ঠ দূত তুরি বাজাইলে আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদীর (চারি-চূড়া হইতে)এক বাণী শুনিতে পাইলাম সে ঐ ষষ্ঠ তুরি ধারি দূতকে কহিল,ফরাত নামে মহানদীর সমীপে যে চারি দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর। তখস মনুষ্যজাতীয় অংশ বধ করণার্থে যে চারি দূত সেই দণ্ড দিন ও মাংস ও বৎসরের জন্য প্রস্তুত ছিল তাহারা মুক্ত হইল। ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ ছিল ; আমি সেই সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। আর দর্শনের সময়ে আমি সেই অশ্বগণের ও তদারূঢ় ব্যক্তিদের এইরূপ দর্শন পাইলাম, তাহাদের বুকপাটা অগ্নি ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময়, অশ্বগণের মস্তক সিংহ মস্তকের ন্যায় ও তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক নির্গত হয় "

বর্ত্তমান বাদীরা বলেন যে সেই সৈন্য সামন্ত দ্বারা তুর্কির সৈন্যগণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তুর্কিয়েরা প্রথমে অল্পসংখ্যক ছিল, তাহারা কাস্পীয় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করিত। পরে তাহারাপারস্যদেশ আক্রমণ করে,তৎপরে বাগদাদ নগরও হস্তগত করিয়া সেই নগরকে আপনাদের রাজধানী করিয়া লয়। তাহারা পূর্ব্বে দেবপূজক ছিল, কিন্তু পরে মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে*** বর্ত্তমান বাদীরা বলেন যে তুর্কির রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তজ্জন্যই "চারি" দূতের কথা হইতেছে। *** ফলতঃ দিন বৎসর বুঝাইলে উক্ত কালের পরিমাণ এই,…"দিন," একবৎসর, "মাস" ৩০ বৎসর, "বৎসর" হয় ৩৬০, নয় ৩৬৫ বৎসর। আর "দণ্ড" (যথাং ঘণ্টা) ১৫ দিন ; সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯১ বৎসর ১৫ দিন,কিম্বা ৩৯৬ বৎসর ১৫ দিন। বাস্তবিক ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে তুর্কিয়েরা বাগদাদকে হস্তগত করিয়াছিল, আর ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা রূম (কনস্তানতিনোপল)আত্মসাৎ করাতে রোমরাজ্যের পূর্ব্বভাগের রুমিয় নাম একেবারে বিলুপ্ত করিয়াছিল। এই দুই অব্দের মধ্যে তিনশত অষ্টনব্বুই বৎসর ব্যবধান ছিল। বাগদাদ হস্তগত করিবার অল্পদিন পরে তুর্কিয়েরা ফরাত নদী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে করিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক, তুর্কিয়দের আক্রমণকাল ন্যূনাধিক ৩৯৬ বৎসর ব্যাপক ছিল। অনেক বিশ্বাস করেন যে যদি তুর্কিয়দের দ্বারা ফরাত নদীর আক্রমণ দিন জানা যাইতে পারিত তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতাম যে এই স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা যথার্থই সফল হইয়া গিয়াছে।

১৬। তুর্কিয় অধিকাংশ সৈন্য অশ্বারোহী ছিল। লোকে,

বলিয়াছিল যে, তাহাদের এক বিশেষ সৈন্য দলে দুই বা তিন লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। "দুই সহস্র লক্ষ,"—অর্থাৎ অতিশয় বহুসংখ্যক। ইহার আক্ষরিক বাখ্যা করা অনুচিত।

১৭। "অগ্নি" রক্তবর্ণ; "গন্ধকময়" অর্থাৎ পীতবর্ণ। তুর্কিয়দের যুদ্ধসজ্জা নানাবর্ণে বিভূষিত হইত। "অশ্বগণের মস্তক সিংহ মস্তকের ন্যায়", ইহাতে অশ্বারূঢ়দের ভয়ানকতা ও নৃশংসতা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। "তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি ও ধুম ও গন্ধক নির্গত হয়" অনেক বলেন যে, এই স্থলে কামান ও বারুদের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে। ফলতঃ বারুদ গন্ধকে নির্ম্মিত হয়, এবং কামান ছুড়িলে অগ্নি ও ধুম উৎপন্ন হয়। আবার চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দিতে বারুদ আবিষ্কৃত হইয়া যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল আদৌ তুর্কিয়েরা তাহা বিশেষরূপে ব্যবহার করিত এবং তাহার সাহায্যেই তাহারা কনস্তান্তিনোপল আত্মসাৎ করিয়াছিল।

১৮। "লাঙ্গুলে" বর্ত্তমান-বাদীরা ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। (১) অশ্বলাঙ্গুল তুর্কিয় পাশা নামক অধ্যক্ষদের ধ্বজা। সামান্য পাশা এক মধ্যম শ্রেণীর পাশা দুই এবং প্রথম শ্রেণীর পাশা তিন অশ্বলাঙ্গুল পতাকায় ব্যবহার করিতে পারেন; সুতরাং তুর্কিয়দের মধ্যে অশ্বলাঙ্গুল "শক্তি"সূচক। (২) কামান সর্পতুল্য লম্বা বস্তু, তাহার "লাঙ্গুলে," অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে একটী ছোট ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রে অগ্নি দিলেই কামানে আওয়াজ হয়, সুতরাং তাহার লাঙ্গুলে "সেই যন্ত্রের লেজে শক্তি আছে, আর অগ্নি লাগিলে" মুখে অগ্নি, ধুম ও গন্ধক প্রকাশ হয়, তাহাতে মুখ হইতে গোলা নির্গত হইয়া লোকদিগকে বধ করে। সুতরাং কামানের শক্তি মুখে ও লাঙ্গুলে।

সমাপ্ত।